প্রথম আলো

তারিখ ... 17 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৪ ...

ঢাকা বধির স্কুলটির বেহাল দশা

মানসুরা হোসাইন ●

দরজা-জানালা জরাজীর্ণ। অনেকগুলো ফ্যান নষ্ট। বেঞ্চগুলোও ভাঙা। একটি মিলনায়তন পর্যন্ত নেই। ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে একটি মাত্র টয়লেট। সেখানে যেতে হলে লাইন দিতে হয়।

৬২ বিজয়নগরে অবস্থিত 'ঢাকা বধির হাইস্কুল'টি চলছে উল্লিখিত অবস্থায়। বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের জন্য দেশের এটিই একমাত্র মাধ্যমিক স্কুল। কেবল এ স্কুল থেকেই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ১৯৯২ সাল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

সরেজমিনে রাজধানীর এ স্কুলের করুণ অবস্থা দেখে হোঁচট খেতে হয়। একতলা ভবনটির টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি ঢোকে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ক্লাসরুমে বেঞ্চ গাদাগাদি করে রাখা। অবস্থা এমনই যে ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু আঁকা বা লেখাও কষ্টকর। লাইব্রেরি বলতে অফিসরুমের একটি আলমারিতে কিছু বই রাখা। আর আরেকটি আলমারিতে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন ক্রেস্ট। শিক্ষকেরা জানালেন, ছবি আঁকা বা খেলায় জন্য শিক্ষার্থীরা এসব পেয়েছে।

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এ স্কুল। এতসব সমস্যার মধ্যেও ২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ২৩জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করে। গত বছর ১৯ জনের মধ্যে পাস করেছে ১৫ জন। আর এবার ২৯ জনের মধ্যে ২১ জন পাস করেছে। বর্তমানে স্কুলটিতে শিশু শ্রেণী (নার্সারি) থেকে শুরু করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ২০০ জন।

সরকারের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (বীর বিক্রম) স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সংস্থাটি স্কুলকে অনুদান দেয়, তবে একটি ঝামেলায় তাও বন্ধ হয়ে আছে। স্কুলে জায়গা না হওয়ায় কিছু শিক্ষার্থীকে স্কুলের পাশেই বধির সংস্থায় ক্লাস করতে হয়। স্কুলের সামনে কিছু জায়গা থাকলেও তা খেলার জন্য উপযুক্ত নয়।

১৯৮৪ সালে স্কুলটি জুনিয়র হাইস্কুল হিসেবে এবং ১৯৯২ সালে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি পায়। ঐ স্বীকৃতিপ্রাপ্তি ও স্বীকৃতিপ্রাপ্তির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো, শ্রেণীতে শিক্ষাউপকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে গাড়ির ব্যবস্থা, বিজ্ঞানাগার, পাঠাগার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শরীরচর্চা শিক্ষক দিয়ে আবশ্যিকভাবে খেলাধুলা করানো, খেলার জন্য মাঠ উন্নয়নসহ বিভিন্ন শর্ত দেওয়া হয়েছিল। তবে বাস্তবে এসব শর্তের প্রায় কোনোটাই পূরণ হয়নি।

স্কুলটি মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও এমপিওভুক্তিতে (শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ) 'ঢাকা বধির জুনিয়র হাইস্কুল' হিসেবেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমপিওভুক্তিতে মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে স্তর পরিবর্তনের জন্য বারবার আবেদন করলেও স্তর সংশোধন করেনি সরকার। এবারও স্কুলটি এমপিওভুক্তি-প্রক্রিয়ায় আবেদন করেছিল।

স্কুলটির জ্যেষ্ঠ শিক্ষক আমিনুল ইসলাম বলেন, 'বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এবার ভেবেছিলাম স্কুলটি এমপিওভুক্তির জন্য সরকারের নজরে পড়বে। কিন্তু কেন পড়ল না তা জানি না।'

জানা গেল, শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের একমাত্র বাসটি দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট। জাতীয় বধির সংস্থা ছেলেদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা করায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে থেকে ছেলেরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এতে মেয়েরা বেশি বঞ্চিত হচ্ছে।

স্কুলের পাঁচটি কম্পিউটারের মধ্যে বর্তমানে দুটি নষ্ট। একটি দিয়ে শিক্ষকেরা কাজ করেন। কম্পিউটার শিক্ষক না থাকায় অন্য কম্পিউটারের শিক্ষার্থীরা ফুল ও পাতা আঁকে।

স্কুলটি দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১১ জন। অথচ বিশেষ স্কুল হিসেবে শিক্ষকের সংখ্যা আরও বেশি থাকার কথা।

শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম শেষ করা খুবই কষ্টকর একটি কাজ। অন্যদিকে ইশারাভাষায় শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই, শিক্ষাউপকরণেরও অভাব রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রেহানা বেগম বলেন, হাজার হাজার শব্দভান্ডারের মধ্যে ৫০০ ইশারাশব্দের ওপর মাত্র একটি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন শিক্ষকেরা।

স্কুলটিতে সমাজের উচ্চবিত্তদের সন্তানেরাও পড়ছে। এসব ব্যক্তি ও সমাজের অনেকের দেওয়া অনুদানসহ বিভিন্নভাবে চলছে স্কুলটি। বাড়তি আয়ের জন্য স্কুলভবনটি বিকেলে ব্যবহারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে ভাড়াও দেওয়া হয়েছে। সরকার লালবাগে স্কুলটির জন্য প্রতীকী মূল্যে একটি জমি দেয় ২০০৫ সালে। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের জন্য সে জমিও দখলে নিতে পারছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ।

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, বিভিন্ন সমস্যায় স্কুলটি চলছে। স্কুলটি সমাজকল্যাণ না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তা নিয়ে দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চলছে টানাটানি। তবে এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

টিকাটুলি সুইপার কলোনির বিলাসীর নাতি এ স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ছে। মাসিক বেতন ৩০০ টাকা। বিলাসীর প্রশ্ন, 'আমার নাতির বেতন না নেওয়ার জন্য সরকার একটা ব্যবস্থা করতে পারে না।'